ট্যারেন্টুলার চোরাশিকার ঠেকাতে ডেবরায় অভিযান

অভিরূপ দাস

- মাকড়শার বিষের জন্যই শিকারিরা ওত পেতে থাকেন।
- **যে কোনও মাকড়শার বিষই নিউরোটক্সিন হলেও তা একধরনের ওষুধ।**
- কার্ডিয়াক পেইন-এর ওষুধ তৈরি হয় এগুলি থেকে।
- **সাধারণত ইংল্যান্ডের মানুষ বাড়িতে পোষেন এই রঙিন মাকড়শা।**

ভয়ঙ্কর সুন্দর।

দ্বিতীয় বিশেষণেই গেরো। মাটির তলা থেকে সোজা বসার ঘরে কাচের বাক্সে। উটি থেকে পশ্চিমঘাট পর্বত। সর্বত্রই চোরাশিকারিদের খপ্পরে ট্যারেন্টুলা। ডেবরার ট্যারেন্টুলাও বেহাত হচ্ছে না কি? সরেজমিনে দেখতে ডেবরা যেতে পারে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া।

ট্যারেন্টুলা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা শিবিরের কথা বলেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় বিষাক্ত মাকড়সার আতঙ্ক নিয়ে নড়েচড়ে বসছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরও।

জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সূত্রের খবর, আজ বুধবার কেন্দ্রীয় এই সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের একটি প্রতিনিধি দল। খুব শীঘ্রই রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর এবং জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার যৌথ অভিযান হবে ডেবরায়। একদিকে যেমন মাকড়সার কামড় খাওয়া মানুষের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে অন্যদিকে বিশাল আকৃতির এই মাকড়সা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা হবে। কলকাতার কাছে কাঁচরাপাড়া থেকেও অস্ট্রেলিয়ান ট্যারেন্টুলা সংগ্রহ করেছে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া।

কেন্দ্রীয় সংস্থার বিজ্ঞানী শঙ্কর তালুকদার জানিয়েছেন, ট্যারেন্টুলার উপর চোরাশিকারিদের শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে। মাকড়সার বিষের জন্যই শিকারিরা ওত পেতে থাকে। তাঁর কথায়, "যে কোনও মাকড়সার বিষই নিউরোটক্সিন হলেও তা একধরনের ওষুধ। কার্ডিয়াক পেন-এর ওষুধ তৈরি হয় এগুলি থেকে।"

তবে ট্যারেন্টুলা-র অন্য চাহিদাও রয়েছে। সাধারণত ইংল্যান্ডের মানুষ বাড়িতে পোষেন এই রঙিন মাকড়সা। হালকা হলুদ থেকে নীল রঙের পিকক ট্যারেন্টুলা ঘরের শোভা বাড়ায়। রঙের হরেক বৈচিত্রের কারণেই জার্মানি, ইংল্যান্ডে আটপেয়েদের কাচের বাক্সে রেখে ঘর সাজানোর উপকরণ করা হয়।

আপাতত ট্যারেন্টুলা ঠেকাতে আর্বজনামুক্ত পরিবেশ রাখার নিদান দিয়েছে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। যে সমস্ত এলাকায় গোয়াল রয়েছে তা যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখতে বলা হয়েছে। এদিকে কলকাতার কাছেই কাঁচরাপাড়াতেও ট্যারেন্টুলার সন্ধান পেয়েছে জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। সংস্থা সূত্রে খবর, এগুলি অস্ট্রেলিয়ান ট্যারেন্টুলা। প্রশ্ন উঠছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতার এতটা পথ কীভাবে পাড়ি দিল তারা? আন্দাজ করা হচ্ছে সিডনি থেকে কোনও কিছু আমদানি করার সময় কোনওভাবে এদেশে ঢুকে পড়েছে মাকড়সাগুলি।

বিজ্ঞানী শঙ্কর তালুকদারের কথায়, "মনে হয় বাইরে থেকে কয়লা, কাঠ আমদানি করার সময়, তার সঙ্গেই চলে এসেছে এই মাকড়সাগুলি। কাঠের বাক্সের ভিতর ঘুপচি অন্ধকারে দিব্যি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারে এই জীব।" আপাতত ডেবরা-র ট্যারেন্টুলার নমুনা সংগ্রহ করতে উদগ্রীব বিজ্ঞানীরা। ডেবরার মাকড়সাগুলি এদেশীয় না বিদেশি তা পরীক্ষা না করে বোঝা যাবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি। চোরাশিকারিদের হাতে পড়ার আগে সেগুলিকে রক্ষা করতে চায় জুলজিক্যাল সার্ভে।

এই মাকড়সায় প্রাণহানির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বিজ্ঞানীদের প্রাথমিক ধারণা, পোকামাকড়ের সন্ধানে লোকালয়ে ঢুকে সাধারণত ভয় পেয়েই লোকজনকে কামড়াচ্ছে মাকড়সাগুলো। বিষ ইনজেকশন করার সময় ট্যারেন্টুলার বিষদাঁতগুলো উপরের নিচে ওঠানামা করে। যা সাধারণ মাকড়সার থেকে একেবারেই আলাদা। তবে একই সঙ্গে তালুকদার বলেছেন, "কোনও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে ট্যারেন্টুলার বিষ মারাত্মক নয়।"

মাকড়সার বাড়বাড়ন্ত ঠেকাতে পরিবেশ পরিষ্কার রাখার দাওয়াই দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সংস্থা সূত্রে খবর, ২০০৪ সালে পুরুলিয়া, ২০১৫ সালে মুর্শিদাবাদের কান্দি থেকেও ট্যারেন্টুলার হদিশ মিলেছিল। ডেবরায় কেন্দ্র রাজ্যের যৌথ প্রচারে বিরল জীববৈচিত্র রক্ষার পাশাপাশি মাকড়সা ভীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে বলেই ধারণা সংস্থার।